মুমিন নারীদের
বিশেষ বিধান

মূল:

ড. সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান

অনুবাদক:

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আলোকিত
প্রকাশনী

মুমিন নারীদের
বিশেষ বিধান

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২২।

মুদ্রিত মূল্য: ২১৫ (দুইশত পণের) টাকা।

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি, ওয়াফি লাইফ, SalafiBooksbd.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : হাবিব বিন তোফাজ্জল।

“সূচীপত্র”

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রকাশকের কথা	১১
২	ভূমিকা	১৩
৩	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** সাধারণ বিধান	১৫
৪	ইসলামপূর্ব নারীর মর্যাদা	১৫
৫	ইসলামে নারীর মর্যাদা	১৬
৬	ইসলামের শত্রু ও তার দোসররা নারীর ইজ্জত-সম্মান হরণ করে কী চায়?	২০
৭	কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ঘরের বাইরে নারীর কাজ করা বৈধ	২১
৮	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:** নারীর শারীরিক সৌন্দর্য গ্রহণ করার বিধান	২৩

৯	নারীরা তাদের শরীর ও নারীত্বের সাথে উপযোগী সৌন্দর্য গ্রহণ করবে	২৩
১০	নারীর মাথার চুল, চোখের ভ্রু, খেজাব ও রঙ ব্যবহার করার বিধান	২৩
১১	**তৃতীয় পরিচ্ছেদ:** হায়েয, ইস্তেহাযা ও নিফাস সংক্রান্ত বিধান	৩৫
১২	হায়েযের সংজ্ঞা	৩৫
১৩	হায়েযের বয়স	৩৫
১৪	হায়েযের বিধান	৩৬
১৫	হায়েয শেষে ঋতুবতী নারীর করণীয়	৪২
১৬	দ্বিতীয়ত: ইস্তেহাযা	৪৪
১৭	ইস্তেহাযা হুকুম	৪৪
১৮	মুস্তাহাযা নারীর পবিত্র অবস্থায় করণীয়	৪৯
১৯	তৃতীয়ত: নিফাস	৫০
২০	নিফাসের সংজ্ঞা ও সময়	৫০
২১	নিফাস সংক্রান্ত বিধান	৫১
২২	চল্লিশ দিনের পূর্বে যখন নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়	৫৩

২৩	নিফাসের রক্তের উপলক্ষ সন্তান প্রসব, ইস্তেহাযার রক্ত রোগের ন্যায় সাময়িক, আর হায়েযের রক্ত নারীর স্বভাবজাত রক্ত	৫৩
২৪	**চতুর্থ পরিচ্ছেদ:** পোশাক ও পর্দা সংক্রান্ত বিধান	৫৮
২৫	প্রথমত: মুসলিম নারীর শর'য়ী পোশাক	৫৮
২৬	দ্বিতীয়ত: পর্দার অর্থ, দলীল ও উপকারিতা	৬১
২৭	**পঞ্চম পরিচ্ছেদ:** নারীদের সালাত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান	৬৬
২৮	নারীদের সালাতে আযান ও ইকামত নেই	৬৭
২৯	সালাতের সময় নারীর চেহারা ব্যতীত পূর্ণ শরীর সতর	৬৭
৩০	রুকু ও সাজদায় নারী শরীর গুটিয়ে রাখবে	৬৯
৩১	নারীদের জামা'আত তাদের কারো ইমামতিতে দ্বিমত রয়েছে	৭০
৩২	নারীদের মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া বৈধ	৭০
৩৩	**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ:** জানাযা সংক্রান্ত নারীদের বিশেষ বিধান	৮১
৩৪	মৃত নারীকে গোসল দেয়ার দায়িত্ব নারীর গ্রহণ করা ওয়াজিব	৮১

৩৫	পাঁচটি কাপড়ে নারীদের কাফন দেয়া মুস্তাহাব	৮২
৩৬	মৃত নারীর চুলের ব্যাপারে করণীয়	৮২
৩৭	নারীদের জানাযার পশ্চাতে চলার বিধান	৮৩
৩৮	নারীদের কবর যিয়ারত করা হারাম	৮৪
৩৯	মাতম করা হারাম	৮৫
৪০	**সপ্তম পরিচ্ছেদ:** সিয়াম সংক্রান্ত নারীদের বিধান	৮৮
৪১	কার ওপর রমযান ওয়াজিব?	৮৯
৪২	বিশেষ কিছু অপারগতার কারণে রমযানে নারীর পানাহার করা বৈধ	৯০
৪৩	কয়েকটি জ্ঞাতব্য	৯২
৪৪	**অষ্টম পরিচ্ছেদ:** হজ ও উমরায় নারীর বিশেষ বিধান	৯৫
৪৫	হজ সংক্রান্ত নারীর বিশেষ বিধান	৯৬
৪৬	মুহরিম	৯৬
৪৭	স্ত্রীর হজ যদি নফল হয় তাহলে তাতে স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন	৯৭
৪৮	নারীর পক্ষে কারো প্রতিনিধি হয়ে হজ ও উমরা করা দুরস্ত	৯৮

৪৯	হজের সফরে নারীর ঋতু বা নিফাস হলে সফর অব্যাহত রাখবে	৯৯
৫০	ইহরামের সময় নারীর করণীয়	১০২
৫১	ইহরামের নিয়ত করার সময় বোরকা ও নেকাব খুলে ফেলবে	১০৩
৫২	ইহরাম অবস্থায় নারীর পোশাক	১০৬
৫৩	নারীর ইহরামের পর নিজেকে শুনিয়ে তালবিয়া পড়া সুন্নত	১০৬
৫৪	তাওয়াফের সময় নারীর পরিপূর্ণ পর্দা করা ওয়াজিব	১০৭
৫৫	নারীর তাওয়াফ ও সাঈ পুরোটাই হাঁটা	১০৮
৫৬	ঋতুবতী নারীর পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত করণীয় ও বর্জনীয়	১০৮
৫৭	জ্ঞাতব্য	১১২
৫৮	নারীদের দুর্বলদের সাথে মুযদালিফা ত্যাগ করা বৈধ চাঁদ অদৃশ্য হলে	১১৩
৫৯	নারী হজ ও উমরায় আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ মাথার চুল ছোট করবে	১১৪
৬০	ঋতুবতী নারী জামরাহ আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে মাথার চুল ছোট করলে ইহরাম থেকে হালাল হবে	১১৫

৬১	তাওয়াফে ইফাদার পর ঋতুবতী হলে বিদায়ী তাওয়াফ রহিত হয়	১১৬
৬২	নারীর জন্য মসজিদে নববী যিয়ারত করা মুস্তাহাব	১১৮
৬৩	**নবম পরিচ্ছেদ:** বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত	১২০
৬৪	বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর অনুমতি গ্রহণ করা	১২৬
৬৫	নারীর বিয়েতে অভিভাবক শর্ত ও তার হিকমত	১২৯
৬৬	বিয়ের ঘোষণার জন্য নারীদের দফ বাজানোর হুকুম	১৩১
৬৭	নারীর স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব, অবাধ্য হওয়া হারাম	১৩২
৬৮	প্রশ্ন: যদি নারী স্বামীর মধ্যে তার প্রতি আগ্রহ না দেখে; কিন্তু সে তার সাথে থাকতে চায়, তাহলে কী করবে?	১৩৬
৬৯	প্রশ্ন: নারী যদি স্বামীকে অপছন্দ করে ও তার সংসার করতে না চায় কী করবে?	১৩৮
৭০	প্রশ্ন: কোনো কারণ ছাড়া তালাক তলবকারী নারীর শাস্তি কী?	১৩৮
৭১	দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে নারীর করণীয়	১৪০
৭২	ইদ্দত চার প্রকার	১৪০

৭৩	প্রথম প্রকার: গর্ভবতীর ইদ্দত	১৪০
৭৪	দ্বিতীয় প্রকার: ঋতু হয় তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত	১৪১
৭৫	তৃতীয় প্রকার: ঋতু হয় না তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত	১৪১
৭৬	চতুর্থ প্রকার: স্বামী-মৃত বা বিধবা নারীর ইদ্দত	১৪১
৭৭	ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য যা হারাম	১৪৩
৭৮	ইদ্দত পালনকারী নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার হুকুম	১৪৩
৭৯	অপরের ইদ্দত পালনকারী নারীকে বিয়ে করা হারাম	১৪৪
৮০	দু'টি জ্ঞাতব্য	১৪৪
৮১	বিধবা নারীর ইদ্দতে পাঁচটি বস্তু হারাম, যার আরবি নাম হিদাদ	১৪৬
৮২	**দশম পরিচ্ছেদ:** নারীর সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষাকারী বিধান	১৪৯
৮৩	লজ্জাস্থান হিফাযত ও চোখ অবনত রাখার ক্ষেত্রে নারীও পুরুষের ন্যায় আদিষ্ট	১৪৯
৮৪	লজ্জাস্থান হিফাযত করার অংশ গান-বাদ্য না শোনা	১৫২

৮৫	লজ্জাস্থান হিফাযত করার অংশ মাহরাম ব্যতীত নারীর সফর না করা	১৫৩
৮৬	**লজ্জাস্থান হিফাযত করার অংশ:** নারী এমন পুরুষের সাথে নির্জন সাক্ষাত করবে না, যে তার মাহরাম নয়	১৫৭
৮৭	**পরিসমাপ্তি:** নারীর পর-পুরুষের সাথে সাক্ষাত করা হারাম	১৬৩
৮৮	সর্বশেষ	১৬৬

প্রথম পরিচ্ছেদ:

সাধারণ বিধান

১. ইসলামপূর্ব নারীর মর্যাদা

ইসলামপূর্ব যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহেলী যুগ, যা বিশেষভাবে আরববাসী এবং সাধারণভাবে পুরো জগতবাসী যাপন করছিল; কারণ সেটা ছিল রাসূলদের বিরতি ও পূর্বের হিদায়াত বিস্মৃতির যুগ। হাদীসের ভাষা মতে "আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং আরব ও অনারব সবার ওপর তিনি গোস্বা করলেন, তবে অবশিষ্ট কতক আহলে কিতাব ব্যতীত"।[১]

এ সময় নারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ও সাধারণভাবে খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন ছিল। বিশেষত আরব সমাজে। আরবরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপছন্দ করত। তাদের কেউ মেয়েকে জ্যান্ত দাফন করত যেন মাটির নিচে তার মৃত্যু ঘটে। আবার কেউ অসম্মান ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপনে মেয়েকে বাধ্য করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٥٩﴾

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হত, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর সে থাকে দুঃখ-

১. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮৬৭, ৫১১৩।

২য় পরিচ্ছেদ

নারীর শারীরিক সৌন্দর্য গ্রহণ করার বিধান

১. নারীরা তাদের শরীর ও নারীত্বের সাথে উপযোগী সৌন্দর্য গ্রহণ করবে

যেমন, নখ কাটা বরং নিয়মিত নখ কাটা সকল আহলে ইলমের ঐকমত্যে বিশুদ্ধ সুন্নাত এবং হাদীসে বর্ণিত মনুষ্য স্বভাবের দাবি এটিই। অধিকন্তু নখ কাটা সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং নখ না-কাটা বিকৃতি ও হিংস্র প্রাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক সময় লম্বা নখের অভ্যন্তরে ময়লা জমে থাকার কারণে সেখানে পানি পৌঁছায় না। কতক মুসলিম নারী কাফিরদের অনুকরণ ও সুন্নাত না জানার কারণে নখ লম্বা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলেছে যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

নারীর বগল ও নাভীর নিচের পশম দূর করা সুন্নাত। কারণ, হাদীসে তার নির্দেশ রয়েছে, এতেই তাদের সৌন্দর্য। তবে উত্তম হচ্ছে প্রতি সপ্তাহ পরিচ্ছন্ন হওয়া, অন্যথায় চল্লিশ দিনের ভেতর অবশ্যই পরিচ্ছন্ন হওয়া।

২. নারীর মাথার চুল, চোখের ভ্রু, খেযাব ও রঙ ব্যবহার করা সংক্রান্ত বিধি-বিধান

ক. মুসলিম নারীর মাথার চুল বড় করা ইসলামের দাবি, বিনা প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডন করা হারাম।

সৌদি আরবের মুফতি শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়েয, ইস্তেহাযা ও নিফাস সংক্রান্ত বিধান

১. হায়েযের সংজ্ঞা

হায়েযের আভিধানিক অর্থ প্রবাহিত হওয়া। শরী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময় নারীর রেহেমের গভীর থেকে কোনো অসুখ ও আঘাত ব্যতীত যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা-ই হায়েয। হায়েয সেই মনুষ্য স্বভাব ও প্রকৃতি, যার ওপর আল্লাহ আদমের মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ এ রক্ত সৃষ্টি করেন যেন গর্ভে থাকা বাচ্চা তা খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। প্রসবের পর এ রক্তই দুধ হিসেবে রূপান্তর হয়। নারী গর্ভবতী বা দুগ্ধ দানকারীনী না হলে গর্ভাশয়ে সৃষ্ট রক্ত ব্যবহৃত হওয়ার কোনো স্থান থাকে না, তাই তা নির্দিষ্ট সময় জরায়ু দিয়ে নির্গত হয়, যার নাম ঋতু, রজঃস্রাব, মাসিক ও পিরিয়ড ইত্যাদি।

২. হায়েযের বয়স

সাধারণত নারীরা ন্যূনতম নয় বছরে ঋতুবতী হয়, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবতী হওয়ার ফলে কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদ্দতকালও

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নারীদের সালাত সংক্রান্ত বিশেষ হুকুম

হে মুসলিম নারী, সালাতের সকল শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবসহ উত্তম সময়ে সালাত আদায় কর। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের মায়েদের উদ্দেশ্যে বলেন,

﴿وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" [সূরা আল-আহযাব: ৩৩]

এ নির্দেশ সকল মুসলিম নারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ, সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন, ইসলামের প্রধান স্তম্ব। সালাত ত্যাগ করা কুফরী, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যার সালাত নেই সে নারী হোক বা পুরুষ হোক দীন ও ইসলামে তার কোনো অংশ নেই। শর'য়ী কারণ ব্যতীত সালাত বিলম্ব করা সালাত বিনষ্ট করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيّٗا ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ٦٠﴾

"তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তবে তারা নয় যারা তওবা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জানাযা সংক্রান্ত নারীদের বিশেষ বিধান

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নফসের জন্যই মৃত্যুকে অবধারিত করে দিয়েছেন। স্থায়িত্ব একমাত্র তাঁর নিজের জন্যই সংরক্ষিত। তিনি বলেন,

﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧﴾

"আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা।" [সূরা আর-রহমান: ২৭]

বনী আদমের জানাযার সাথে কিছু বিধান রয়েছে, যা বাস্তবায়ন করা জীবিতদের ওপর জরুরি। তন্মধ্যে এখানে আমরা শুধু নারীদের সাথে খাস জরুরি কতক বিধান উল্লেখ করব।

১. মৃত নারীকে গোসল দেয়ার দায়িত্ব কোনো নারীর গ্রহণ করা ওয়াজিব

মৃত নারীকে গোসল নারীই দিবে, পুরুষের পক্ষে তাকে গোসল দেয়া বৈধ নয় স্বামী ব্যতীত, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে গোসল দেয়া বৈধ। অনুরূপ পুরুষকে গোসল করানোর দায়িত্ব পুরুষ গ্রহণ করবে, নারীর পক্ষে তাকে গোসল দেয়া বৈধ নয় স্ত্রী ব্যতীত, স্ত্রীর পক্ষে নিজ স্বামীকে গোসল দেয়া বৈধ। কারণ, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু নিজ স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দিয়েছেন, অনুরূপ আসমা বিনতে উমাইস নিজ স্বামী আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে গোসল দিয়েছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হজ ও উমরায় নারীর বিশেষ বিধান

প্রতি বছর আল্লাহর সম্মানিত ঘর বায়তুল্লার হজ করা সকল উম্মতের ওপর ওয়াজিব কিফায়া, অর্থাৎ সবার ওপর ওয়াজিব, তবে কতক সংখ্যক আদায় করলে বাকিদের থেকে আদায় হয়ে যায়। যেসব মুসলিমের মাঝে হজের সকল শর্ত বিদ্যমান, তাদের ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরয, তার অতিরিক্ত হজ নফল। হজ ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। নারীর জন্য হজ জিহাদ সমতুল্য। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

»يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ«.

“হে আল্লাহর রাসূল! নারীদের ওপর কি জিহাদ আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তাদের ওপর এমন জিহাদ আছে যেখানে মারামারি নেই: (অর্থাৎ) হজ ও উমরা।”[১০৪]

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

»يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لاَ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ«.

“হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি বললেন: না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাবরূর।”[১০৫]

১০৪. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৯০১; আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৫৩২২।

১০৫. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ১৫২০; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ২৬২৮।

হজ সংক্রান্ত নারীর বিশেষ বিধান

১. মুহরিম

হজে নারী-পুরুষ সবার জন্য কিছু বিধান রয়েছে সাধারণ, যেখানে কোনো ভিন্নতা নেই, সমানভাবে সবার জন্যই তা প্রযোজ্য, যেমন- ইসলাম, বিবেক, স্বাধীনতা, সাবালক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য।

তবে নারীর জন্য অতিরিক্ত শর্ত হচ্ছে মাহরাম থাকা, যার সাথে সে হজের সফর করবে। মাহরাম যেমন স্বামী অথবা রক্তের সম্পর্কের কারণে নারীর ওপর চির দিন হারাম এমন পুরুষ, যেমন- বাবা, সন্তান ও ভাই। অথবা রক্ত-সম্পর্ক ব্যতীত মাহরাম, যেমন- দুধ ভাই অথবা মায়ের (পূর্ববর্তী বা পরবর্তী) স্বামী অথবা স্বামীর (অপর স্ত্রীর) ছেলে।

মাহরাম শর্ত হওয়ার দলীল:

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুৎবায় বলতে শুনেছেন:

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

“মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী পুরুষের সাথে একান্তে থাকবে না, অনুরূপ মাহরাম ব্যতীত নারী সফর করবে না। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্ত্রী হজের উদ্দেশ্যে

দশম পরিচ্ছেদ

নারীর সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষাকারী বিধান

⊙ ১. লজ্জাস্থান হিফাযত ও চোখ অবনত রাখার ক্ষেত্রে নারীও পুরুষের ন্যায় আদিষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

"(হে নবী, আপনি) মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। এটিই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।" [সূরা আন-নূর: ৩০-৩১]

আমাদের শাইখ আমিন শানকিতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী ও পুরুষদের চোখ অবনত ও লজ্জাস্থান হিফাযত করার নির্দেশ দিয়েছেন। লজ্জাস্থান হিফাযত করার একটি অংশ যিনা, সমকামিতা, মানুষের সামনে উলঙ্গ হওয়া ও তাদের সামনে গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা... অতঃপর তিনি বলেন, নারী ও পুরুষ যারাই এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশসমূহ পালন করবে তাদের জন্য তিনি মাগফিরাত ও সাওয়াবের ঘোষণা

সর্বশেষ

হে মুমিন নর-নারী, তোমাদেরকে আল্লাহর উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তিনি বলেন,

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾

“(হে নবী আপনি) মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটিই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের উড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন